বিশদ নথি: শুধুমাত্র বাইবেল অনুসারে ইভাঞ্জেলিক্যাল এবং নতুন নিয়মের খ্রিস্টধর্মের মধ্যেকার বৈপরীত্য

প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টধর্মের অন্তর্গত একটি ব্যাপক আধুনিক আন্দোলন হিসেবে ইভানজেলিক্যাল চার্চ ব্যক্তিগত ধর্মান্তর, বাইবেলের কর্তৃত্ব, সুসমাচার প্রচার এবং প্রায়শই শাস্ত্রের একটি রক্ষণশীল ব্যাখ্যার উপর জোর দেয়। বিংশ শতাব্দীতে পুনরুজ্জীবন, ধর্মপ্রচার এবং আধুনিকতাবাদের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এটি বিশেষভাবে আবির্ভূত হয় এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা, মতবাদের বিশুদ্ধতা এবং সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততাকে অগ্রাধিকার দেয়। তবে, প্রকাশিত বাক্য ২-৩ অধ্যায়ে উল্লেখিত সাতটি মণ্ডলীর সাথে তুলনা করলে, ইভানজেলিক্যাল চার্চের সাথে লাওদিসিয়ার মণ্ডলীর (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২২) সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য দেখা যায়। এই তুলনাটি শুধুমাত্র বাইবেলের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং সতর্কবাণীর মধ্যেকার সাদৃশ্যকে তুলে ধরে।

লাওদিসীয় মণ্ডলীকে □□□□□;উষ্ণ—না উষ্ণ, না শীতল□□□□□; (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৬) হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা আত্মতুষ্ট ও আত্মসন্তুষ্ট এবং দাবি করে, □□□□□;আমি ধনী; আমি ধনসম্পদ অর্জন করেছি এবং আমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই□□□□□; (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৭)। তবুও, যীশু একে □□□□□;হতভাগ্য, করুণার পাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও নগ্ন□□□□□; বলে তিরস্কার করেন এবং একে □□□□□;অগ্নিতে পরিশোধিত সোনা□□□□□; (প্রকৃত আত্মিক সম্পদ), □□□□□;পরার জন্য শ্বেতবস্ত্র□□□□□; (ধার্মিকতা) এবং □□□□□;চোখে লাগানোর প্রলেপ□□□□□; (বিচক্ষণতা) ক্রয় করার জন্য উৎসাহিত করেন। এটি আধুনিক ইভানজেলিকালিজমের সম্ভাব্য ত্রুটিগুলোর বিভিন্ন দিককে প্রতিফলিত করে: বস্তুগত সাফল্য, বৃহৎ মণ্ডলী এবং কর্মসূচীগত উন্নতির উপর মনোযোগ, যা আধ্যাত্মিক শীতলতা, খ্রীষ্টের উপর নির্ভরতার চেয়ে আত্মনির্ভরশীলতা এবং আপাত সমৃদ্ধির মাঝে গভীরতর প্রয়োজনগুলোর প্রতি অন্ধত্বকে উৎসাহিত করতে পারে। লাওদিসিয়ার মতো, ইভাঞ্জেলিক্যালরা বাহ্যিক কার্যকলাপের (যেমন, অনুষ্ঠান, গণমাধ্যম) উপর জোর দিতে পারে, কিন্তু এর ফলে অভ্যন্তরীণ স্থবিরতার ঝুঁকি থাকে, যা যিশুর □□□□□;উদ্যোগী হও ও অনুতাপ করো□□□□□; (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৯) এবং অন্তরঙ্গ সাহচর্যের দরজা খুলে দেওয়ার (প্রকাশিত বাক্য ৩:২০) আহ্বানেরই প্রতিধ্বনি করে। এই তুলনাটি একটি বাইবেলীয় সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করে, কোনো নিন্দা হিসেবে নয়, যা ইভাঞ্জেলিক্যালদেরকে নতুন নিয়মের আন্তরিক ও নম্র বিশ্বাসের আহ্বানে মনোযোগ দিতে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই দলিলে পরীক্ষা করা হয়েছে যে, কীভাবে কিছু ইভাঞ্জেলিক্যাল প্রথা, কাঠামো এবং গুরুত্বারোপের বিষয়গুলো নতুন নিয়মে বর্ণিত আদি মণ্ডলীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়। যদিও ইভাঞ্জেলিক্যাল মতবাদ ধর্মগ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ফলে এমন কিছু উপাদানের উদ্ভব ঘটেছে যা নতুন নিয়মের রীতির সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ। বিশ্লেষণটি বিষয়ভিত্তিক ভাবে সাজানো হয়েছে, স্বচ্ছতার জন্য এতে উপ-বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সরাসরি বাইবেলের উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত।

১. মণ্ডলীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব: পদানুক্রমিক পেশাদারিত্ব বনাম বহুত্ববাদী, আত্মায় অভিষিক্ত প্রাচীনতন্ত্র

ইভাঞ্জেলিক্যাল চার্চগুলোতে প্রায়শই একটি শীর্ষ-থেকে-নিম্নগামী কাঠামো দেখা যায়, যেখানে একজন প্রধান যাজক, সেমিনারি-প্রশিক্ষিত পেশাদার এবং বেতনভুক্ত কর্মী থাকেন, যা যাজক ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে একটি বিভেদ তৈরি করে এবং কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূত থাকে।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: নতুন নিয়ম প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে একাধিক প্রাচীন (অধ্যক্ষ)-এর মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের বিষয়টিকে উৎসাহিত করে, যাদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা পদবীর পরিবর্তে চরিত্র ও পরিপক্কতার জন্য নির্বাচিত করা হয়। তীত ১:৫ পদে বহুবচন ব্যবহার করে আদেশ করা হয়েছে, “প্রত্যেক শহরে প্রাচীন নিযুক্ত কর।” প্রেরিত ১৪:২৩ পদে উল্লেখ করা হয়েছে, “তাঁরা প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য তাহার সকল হইতে প্রাচীন নিযুক্ত করিতেছেন।” ১ তীমথিয় ৩:১-৭ এবং তীত ১:৬-৯ পদে প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার উল্লেখ না করেই “নিন্দনীয়” হওয়া, গৃহস্থালীর কাজ পরিচালনা করা এবং আতিথেয়তার মতো যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সমতাভিত্তিক আদর্শ অন্যদের উপর প্রভুত্ব করাকে

পরিহার করে, যেমন ১ পিতর ৫:৩ পদে সতর্ক করা হয়েছে: “তোমাদের উপর যাহারা গচ্ছিত হইও, তাহার করিও না, কিন্তু তাহারা মেষপালের হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইও।”

- আরও বিচ্যুতি: ইভাঞ্জেলিক্যালরা হয়তো বিখ্যাত যাজক বা সাম্প্রদায়িক পদমর্যাদাকে প্রাধান্য দেয়, যা মথি ২০:২৫-২৮ পদে যিশুর শিক্ষার পরিপন্থী: □□□□□;তে·মরা জানো যে, অ-ইহুদিদের শাসকেরা তাদের উপর প্রভুত্ব করে... তোমাদের ক্ষেত্রে তেমন নয়। বরং তোমাদের মধ্যে যে মহান হতে চায়, তাকে অবশ্যই তোমাদের সেবক হতে হবে।□□□□□;
- এর পরিণতি হলো: এর ফলে ক্ষমতার লাগামহীন বিস্তার ঘটতে পারে, যেমনটা ৩ যোহন ৯-১০ অধ্যায়ের মতো নতুন নিয়মের সমালোচনাগুলোতে দেখা যায়, যেখানে দিওত্রেফিস আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বহিষ্কার করেন।

২. গির্জার সমাবেশ: আনুষ্ঠানিকতা-ভিত্তিক উপাসনা বনাম পারস্পরিক ও সর্বসদস্যের অংশগ্রহণ

আধুনিক ইভাঞ্জেলিক্যাল উপাসনা প্রায়শই একটি কনসার্ট বা বক্তৃতার মতো হয়, যেখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা, পেশাদার সঙ্গীতশিল্পী এবং পূর্বনির্ধারিত ধর্মোপদেশ থাকে, যা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে সীমিত করে।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: মণ্ডলীর সমাবেশগুলো ছিল অংশগ্রহণমূলক, যেখানে সকল বিশ্বাসী মণ্ডলীর উন্নতির জন্য অবদান রাখতেন। ১ করিন্থীয় ১৪:২৬ পদে বলা হয়েছে, “যখন তোমরা একত্রিত হও, তখন তোমাদের প্রত্যেকের কাছে একটি স্তবগান, বা শিক্ষার বাক্য, কোনো প্রত্যাদেশ, কোনো ভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা বা তার ব্যাখ্যা থাকে। এই সবকিছু এমনভাবে করা উচিত যেন মণ্ডলী গড়ে ওঠে।” কলসীয় ৩:১৬ পদে এই আহ্বান জানানো হয়েছে, “খ্রীষ্টের বার্তা তোমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বাস করুক, যখন তোমরা গীত, স্তবগান এবং আত্মার গানের মাধ্যমে সমস্ত প্রজ্ঞা সহকারে পরস্পরকে শিক্ষা দাও ও উপদেশ দাও।”
- আরও ভিন্নতা: নতুন নিয়মে সংলাপ ও প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন প্রেরিত ২০:৭ পদে যেখানে পৌল আলোচনার ভঙ্গিতে (গ্রিক: □□□□□□□□□□) □□□□□;একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন□□□□□;। এটি ইভাঞ্জেলিক্যালদের একমুখী যোগাযোগের বিপরীত, যা মথি ২৩:৮-১০ পদে যীশুর দেওয়া পদমর্যাদাভিত্তিক উপাধির তিরস্কারের প্রতিধ্বনি করে: □□□□□;কিন্তু তোমরা □#39;রব্বি□#39; বলে সম্বোধিত হবে না, কারণ তোমাদের একজনই গুরু, এবং তোমরা সকলে ভাই।□□□□□;
- এর তাৎপর্য হলো: নিষ্ক্রিয় জীবনধারা আত্মিক বরদানকে দমন করতে পারে, যা ইফিষীয় ৪:১১-১৬ পদের পরিপন্থী, যেখানে সুসজ্জিত সাধুগণ দেহের বৃদ্ধির জন্য পরিচর্যার কাজ করেন।

৩. পরিত্রাণ ও শিষ্যত্ব: ব্যক্তিকেন্দ্রিক □□□□□;পাপীর প্রার্থনা□□□□□; কেন্দ্রিকতা বনাম সাম্প্রদায়িক বাপ্তিস্ম ও চলমান জীবন

ইভাঞ্জেলিক্যালরা পরিত্রাণের জন্য একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা প্রার্থনার উপর জোর দেন, যা প্রায়শই সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: পরিত্রাণের মধ্যে রয়েছে তাৎক্ষণিক বাপ্তিস্ম এবং মণ্ডলীর সঙ্গে একীভূত হওয়া। প্রেরিত ২:৩৮-৪১ পদ অনুতাপ, বাপ্তিস্ম এবং পবিত্র আত্মা লাভকে নতুন বিশ্বাসীদের মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করে (প্রেরিত ২:৪২-৪৭: “তাঁরা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙায় ও প্রার্থনায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন... সমস্ত বিশ্বাসী একসঙ্গে ছিলেন”)। রোমীয় ৬:৩-৪ পদ বাপ্তিস্মকে খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্মতা হিসেবে চিত্রিত করে।
- আরও ভিন্নতা: নতুন নিয়ম বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার পরিবর্তে চলমান গোষ্ঠীগত শিষ্যত্বের উপর জোর দেয়। ইব্রীয় ১০:২৪-২৫ সভা অবহেলা করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে এবং গালাতীয় ৬:২ একে অপরের বোঝা বহন করার আদেশ দেয়। এটি ইভাঞ্জেলিক্যাল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করে, যা যাকোব ৫:১৬-এর মতো জবাবদিহিতাকে উপেক্ষা করতে পারে: □□□□□;তে·মরা একে অপরের কাছে নিজেদের পাপ স্বীকার কর এবং একে অপরের জন্য প্রার্থনা কর।□□□□□;
- তাৎপর্য: পরিত্রাণকে কেবল প্রার্থনায় সীমাবদ্ধ করে ফেললে তা নতুন নিয়মের সামগ্রিক রূপান্তরকে উপেক্ষা করে, যেমন ২ করিন্থীয় ৫:১৭ পদে বলা হয়েছে: “যদি কেউ খ্রীষ্টে থাকে, তবে সে এক নতুন সৃষ্টি হয়েছে।”

৪. আত্মিক বরদান এবং পবিত্র আত্মার ভূমিকা: পরিসমাপ্তি বা সীমাবদ্ধতা বনাম সক্রিয় অন্বেষণ ও অনুশীলন

অনেক ইভাঞ্জেলিক্যাল আধ্যাত্মিক বরদানকে প্রেরিতদের যুগ বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, অথবা এর ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করেন।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: বরদানসমূহ সকল বিশ্বাসীর জন্য এবং চলমান আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। ১ করিন্থীয় ১২:৪-১১ পদে বিভিন্ন বরদানের (প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিশ্বাস, আরোগ্যদান, অলৌকিক কাজ, ভাববাণী, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা) তালিকা দেওয়া হয়েছে, যা "সকলের মঙ্গলের জন্য"। ১ করিন্থীয় ১৪:১ পদে এই বলে উৎসাহিত করা হয়েছে, "প্রেমের পথ অনুসরণ কর এবং আত্মার বরদানসমূহ, বিশেষ করে ভাববাণী, সযত্নে কামনা কর," এবং ১৪:৩৯ পদে আরও বলা হয়েছে, "বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা বারণ কোরো না।" ভাববাণী বিশেষভাবে আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রত্যাদেশকে বোঝায়, যা শক্তিশালী করা, উৎসাহিত করা এবং সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় (১ করিন্থীয় ১৪:৩)। এটি শিক্ষা দেওয়া থেকে আলাদা এবং বিভিন্ন সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করার জন্য উন্মুক্ত (১ করিন্থীয় ১৪:২৯-৩০)।
- আরও ভিন্নতা: পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হলো ধর্মান্তরিত হওয়ার পরের একটি স্বতন্ত্র ক্ষমতায়ন (প্রেরিত ৮:১৪-১৭; ১৯:১-৬), যা ধর্মান্তর এবং আত্মায় পূর্ণ হওয়ার সুসমাচারীয় ধারণার পরিপন্থী। রোমীয় ১২:৬-৮ পদ বরদানসমূহকে আনুপাতিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে, যেখানে ভাববাণীর জন্য বিচক্ষণতা প্রয়োজন (১ থেসালোনিকীয় ৫:১৯-২১: "আত্মাকে নিভিয়ে দিও না। ভাববাণীসমূহকে তুচ্ছ কোরো না, কিন্তু সব পরীক্ষা কোরো")।
- এর তাৎপর্য হলো: দমন করা শারীরিক কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে, যা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে ভাববাণীর মতো বরদান অন্বেষণ ও অনুশীলন করার জন্য নতুন নিয়মের আহ্বানের পরিপন্থী।

৫. বিশ্বাস ও কর্ম: কেবল বিশ্বাসের উপর অতিরিক্ত জোর বনাম কর্মের মাধ্যমে প্রদর্শিত সমন্বিত বিশ্বাস

সংস্কার আন্দোলনের ধর্মতত্ত্ব থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ইভাঞ্জেলিক্যালরা প্রায়শই বিশ্বাসকে কর্ম থেকে আলাদা করে দেখে এবং কর্মকে নিছক প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করে।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: বিশ্বাস ও কর্ম অবিচ্ছেদ্য। যাকোব ২:১৭-২৬ পদে বলা হয়েছে, "শুধুমাত্র বিশ্বাস, যদি কর্ম দ্বারা সমর্থিত না হয়, তবে তা মৃত... একজন ব্যক্তি তার কর্মের দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হয়, কেবল বিশ্বাসের দ্বারা নয়।" মথি ৭:২১ পদে সতর্ক করা হয়েছে, "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তাদের সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না, বরং কেবল সেই ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে।"
- আরও ভিন্নতা: বিচারের মধ্যে কর্মও অন্তর্ভুক্ত (রোমীয় ২:৬-৮: ঈশ্বর "প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম অনুসারে প্রতিদান দেবেন"; প্রকাশিত বাক্য ২০:১২-১৩: "তারা যা করেছিল, সেই অনুসারে" বিচার করা হবে)। এটি ইফিষীয় ২:৮-১০ এর সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে: সৎকর্মের জন্য অনুগ্রহে পরিত্রাণ।
- তাৎপর্য: কর্মকে অবমূল্যায়ন করলে বিধি-বিরোধিতার ঝুঁকি তৈরি হয়, যা যোহন ১৪:১৫-এর পরিপন্থী: □□□□□;যদি তোমরা আমাকে ভালোবাসো, তবে আমার আদেশ পালন করো।□□□□□;

৬. বাইবেলের ব্যাখ্যা ও কর্তৃত্ব: কঠোর অভ্রান্ততা বনাম খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক প্রগতিশীল প্রত্যাদেশ

ইভাঞ্জেলিক্যালরা প্রায়শই ঈশ্বরের বাণীর অভ্রান্ততা সরলভাবে প্রয়োগ করে, এবং নতুন নিয়মের পরিপূর্ণতাকে স্বীকার না করেই পুরাতন ও নতুন নিয়মকে সমানভাবে বিবেচনা করে।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: যিশু ক্রমান্বয়ে পুরাতন নিয়মের নতুন ব্যাখ্যা দেন। মথি ৫:১৭-৪৮ পদ বিধি-ব্যবস্থাকে পূর্ণ করে এবং আদেশগুলোকে মহিমান্বিত করে (যেমন, "তোমরা শুনেছ বলা হয়েছে... কিন্তু আমি তোমাদের বলছি")। ইব্রীয় ৭:১৮-১৯ পদ পূর্বের নিয়মকে "দুর্বল ও অকেজো" ঘোষণা করে এবং এক উত্তম আশার সূচনা করে।
- আরও ভিন্নতা: নতুন নিয়মে শাস্ত্র ও আত্মার মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে (২ করিন্থীয় ৩:৬: "শাস্ত্র হত্যা করে, কিন্তু আত্মা জীবন দেয়")। গালাতীয় ৩:২৩-২৫ পদে খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত ব্যবস্থাকে রক্ষক হিসেবে দেখা হয়।

- তাৎপর্য: ক্রমবিকাশকে উপেক্ষা করলে তা বিধিবাদিতার দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা কলসীয় ২:১৬-১৭-এর পরিপন্থী: ছায়া খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করে।

৭. ভুল ও বিভাজনের প্রতিক্রিয়া: দলবদল বা বিভেদ বনাম ধৈর্যশীল বিতর্ক ও ঐক্য

মতবিরোধের কারণে ইভাঞ্জেলিক্যালরা প্রায়শই বিভক্ত হয়ে যায় বা দল ছেড়ে নতুন দল গঠন করে।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: ধৈর্য সহকারে অভ্যন্তরীণভাবে সমস্যার সমাধান করুন। প্রকাশিত বাক্য ২-৩ অধ্যায় ত্রুটিপূর্ণ মণ্ডলীগুলোর সমালোচনা করে, কিন্তু অন্তরে অনুতাপের আহ্বান জানায় (যেমন, থিয়াতিরা ইজেবেলকে সহ্য করলেও ভালোবাসার জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন)। যিহূদা ৩ অধ্যায় বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করার তাগিদ দেয়, এবং ২ তীমথিয় ২:২৪-২৫ পদ নম্রভাবে সংশোধনের নির্দেশ দেয়।
- আরও মতপার্থক্য: ঐক্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ (যোহন ১৭:২০-২৩: "যেন তারা এক হয়")। ইফিষীয় ৪:৩: "আত্মার ঐক্য রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করো।"
- তাৎপর্য: খণ্ডীকরণ ফিলিপীয় ১:২৭-এর পরিপন্থী: "বিশ্বাসের জন্য এক হয়ে সংগ্রাম করা।"

৮. মিশন ও সুসমাচার প্রচার: ব্যক্তিগত সুসমাচার প্রচারে মনোযোগ বনাম সামগ্রিক রাজ্য বিস্তার

ইভাঞ্জেলিক্যালরা প্রায়শই সামাজিক ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করে আত্মিক বিজয় ও স্বর্গমুখী বার্তাকে অগ্রাধিকার দেয়।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: যিশু রাজ্যের কথা ব্যাপকভাবে ঘোষণা করেন (মার্ক ১:১৫: "ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হয়েছে")। লূক ৪:১৮-১৯ পদে দরিদ্রদের জন্য সুসমাচার, বন্দীদের মুক্তি এবং অন্ধদের দৃষ্টিশক্তির কথা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- আরও ভিন্নতা: প্রেরিত ৪:৩২-৩৫ পদে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব দেখানো হয়েছে, এবং যাকোব ১:২৭ পদে ধর্মকে অনাথ ও বিধবাদের যত্ন নেওয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
- তাৎপর্য: সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মথি ২৫:৩১-৪৬ পদটি উপেক্ষিত হয়: করুণার কাজের দ্বারা বিচার।

৯. সম্পদ ও সমৃদ্ধি: বস্তুবাদিতার গ্রহণযোগ্যতা বনাম ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

কিছু ইভাঞ্জেলিক্যাল সমৃদ্ধির ধর্মতত্ত্ব বা সম্পদে স্বাচ্ছন্দ্যকে গ্রহণ করে।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: যিশু ধন-সম্পদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন (মথি ১৯:২৩-২৪: ধনীদের জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন; ১ তীমথিয় ৬:৯-১০: অর্থের প্রতি ভালোবাসা মন্দতার মূল)।
- আরও মতপার্থক্য: প্রেরিত ২:৪৪-৪৫: বিশ্বাসীরা অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন।
- তাৎপর্য: আত্মতুষ্টি লাওদিসিয়ার আত্মনির্ভরশীলতার প্রতিধ্বনি করে (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৭)।

১০. অন্তিমকালের পরকালতত্ত্ব: মহাক্লেশের পূর্বে মহাপ্রত্যাগমনের উপর জোর বনাম মহাক্লেশের মধ্য দিয়ে সহনশীলতা

ইভাঞ্জেলিক্যালরা প্রায়শই দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির শিক্ষা দেন।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: বিশ্বাসীরা পরীক্ষার সম্মুখীন হন (মথি ২৪:২৯-৩১: মহাক্লেশের পরে সমবেত হওয়া; প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪: মহাক্লেশ থেকে সাধুগণ)।

- আরও বিচ্যুতি: ২ থেসালোনিকীয় ২:১-৩: ধর্মত্যাগ ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তির আগমন না হওয়া পর্যন্ত কোনো সমাবেশ হবে না।
- তাৎপর্য: পলায়নপরতা অধ্যবসায়কে নিরুৎসাহিত করে (যাকোব ১:১২)।

১১. রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা: ক্ষমতার সঙ্গে মৈত্রী বনাম রাজ্য বিভাজন

ইভাঞ্জেলিক্যালরা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে।

- নতুন নিয়মের বৈপরীত্য: যিশুর রাজ্য □□□□□;এই জগতের নয়□□□□□; (যোহন ১৮:৩৬)। রোমীয় ১৩:১-৭ কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু ঈশ্বরকে অগ্রাধিকার দেয় (প্রেরিত ৫:২৯)।
- আরও মতপার্থক্য: ২ করিন্থীয় ৬:১৪-১৭: অবিশ্বাসীদের সঙ্গে জোয়াল বাঁধা যাবে না।
- তাৎপর্য: আপোস করলে প্রতিমাপূজার ঝুঁকি থাকে (প্রকাশিত বাক্য ১৩-এর সতর্কবাণী)।

এই পুনর্সংকলিত দলিলটি নতুন নিয়মের অগ্রাধিকারসমূহ—সম্প্রদায়, আত্মার উপর নির্ভরশীলতা (স্পষ্টীকৃত ভাববাদী বরদান সহ), এবং সামগ্রিক বাধ্যতা—এর উপর আলোকপাত করে এবং সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মনন ও চিন্তাভাবনার আহ্বান জানায়।